আর্থিক বিবরণী

ইউনিট 11

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১১.১ ঃ আর্থিক বিবরণীর ধারণা উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ- ১১.২ ঃ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা প্রয়োগ
পাঠ- ১১.৩ ঃ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে বিবেচ্য সমন্বয়সমূহ
পাঠ- ১১.৪ ঃ এক মালিকানা ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরণীর ধাপসমূহ
পাঠ- ১১.৫ ঃ মালিকানাস্বত্ত্ব ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতকরণ
পাঠ-১১.৬ ঃ ব্যবসায়ে আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন

ভূমিকা

হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা। সেই সাথে নির্দিষ্ট সময় শেষে আর্থিক অবস্থা জানা। তাই বছরের শেষে আর্থিক বিবরণী হিসাব প্রস্তুত করা হয়। এই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে আপনি কারবার প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ জানতে পারবেন। সেই সাথে কারবারের প্রকৃত আর্থিক অবস্থাও জানতে পারবেন। ব্যবসায় জগতে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ইউনিটে আমরা আর্থিক বিবরণীর ধারণা, হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার প্রয়োগ, প্রয়োজনীয় সমন্বয়সমূহ আলোচনা করব। তারপর আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করব। সবশেষে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১১.১ আর্থিক বিবরণীর ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আর্থিক বিবরণীর সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- আর্থিক বিবরণী প্রনয়ণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ত্ব, নগদ প্রবাহ, ব্যবসায়িক স্বত্ত্বা, রক্ষণশীলতা, বিলম্বিত খরচ, বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, দীর্ঘমেয়াগদী দায়, বিনিয়োজিত মূলধন।

আর্থিক বিবরণীর ধারণা

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সারা বছরের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে আর্থিক বিবরণী বলা হয়। এই আর্থিক বিবরণীর উপর বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ যুক্ত থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তি, কারবার প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবস্থাপনা, পাওনাদার, সরকার ইত্যাদি আগ্রহী পক্ষ আর্থিক বিবরণী তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করে থাকে। অতএব বলা যায়, আর্থিক বিবরণী হল কারবার প্রতিষ্ঠানের নির্ভুল আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী। আন্তর্জাতিক হিসাব মান অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর ৫টি ধাপ রয়েছে। এ ধাপগুলো হলো-

১. বিশদ আয় বিবরণী
২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী
৫. আর্থিক অবস্থা বিবরণীর টীকাসমূহ

আধুনিক কারবারী জগতে দুটি বিবরণীকে প্রধানত: আর্থিক বিবরণী হিসাবে অভিহিত করা হয়। এ দুটি বিবরণী হলো-

ক. বিশদ আয় বিবরণী
খ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

এক্ষেত্রে আমরা মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণীর ধারণা ও প্রস্তুত প্রণালীও বর্ণনা করব।

আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্য

একটি হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। এই আর্থিক ফলাফল থেকে বিভিন্ন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। নিম্নে আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করা হলো-

১. আর্থিক অবস্থা নিরূপণ : হিসাবকাল শেষে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক অবস্থা তুলে ধরা।
২. সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে জানা : বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে জানার জন্য আর্থিক বিবরণী তৈরী করা।
৩. দায়ের পরিমাণ সম্পর্কে জানা : আর্থিক বিবরণী তৈরির মাধ্যমে ব্যবসায়ের চলতি ও দীর্ঘমেয়াদী দায় সম্পর্কে জানা যায়।
৪. মূলধনের পরিমাণ জানা : আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে হিসাবকাল শেষে মালিকের সমাপনী মূলধন অর্থাৎ মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ জানা যায়।
৫. দায়-পরিশোধ ক্ষমতা : বিনিয়োগকারী ও ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক বিবরণী থেকে দায় পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য পেয়ে থাকে।
৬. অগ্রিম ও বকেয়া সম্পর্কে জানা : প্রতিষ্ঠানের বকেয়া দেনা-পাওনা ও অগ্রিম আয়-ব্যয় সম্পর্কে আর্থিক বিবরণী থেকে ধারণা পাওয়া যায়।
৭. তুলনামূলক বিশ্লেষণ : কয়েক বছরের আর্থিক বিবরণী থেকে সম্পত্তি ও দায়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়।

আর্থিক বিবরণীর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা :

যেহেতু আর্থিক বিবরণী ব্যবহার করে বিভিন্ন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাই এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিচে আর্থিক বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হল :

১. ব্যবস্থাপনা : ব্যবসায়ের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা আর্থিক বিবরণী থেকে পাওয়া যায়। ফলে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়।

২. বিনিয়োগকারী : বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে পারে আর্থিক বিবরণী থেকে। আর্থিক বিবরণী হতে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন স্বচ্ছলতার পরিমাপ করা যায়।

৩. পাওনাদারগণ : ব্যবসায়ে চলতি সম্পত্তির পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা তাই পাওনাদারগণ সহজেই আর্থিক বিবরণী হতে জানতে পারে।

৪. ব্যাংক প্রতিষ্ঠান : ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণ যথার্থভাবে সুরক্ষিত আছে কিনা তা ব্যাংক আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনার মাধ্যমে অবগত হতে পারে।

৫. সরকার : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী হতে সরকার, ভ্যাট, আয়কর ও বিভিন্ন প্রকার শুল্ক আদায় করতে পারে। পাশাপাশি সরকারের প্রণীত নিয়মকানুন মেনে প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে কিনা তা জানতে পারে।

৬. কর্মচারী : কর্মচারীগণ নিজের স্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠানের সার্বিক আর্থিক অবস্থা জানতে চায়।

৭. গবেষক : দেশের আর্থিক অবস্থা গবেষণার জন্য আর্থিক বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- একটি নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করাকে আর্থিক বিবরণী বলে।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বিভিন্ন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য জানার উদ্দেশ্যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবহারকারীগণের নিকট আর্থিক বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ব্যবসায়ের সঠিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার বিবরণীকে কি বলে?

ক. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী খ. আর্থিক বিবরণী

গ. বেতন বিবরণী ঘ. কোনটিই নয়

২. কোনটি আর্থিক বিবরণী তৈরির উদ্দেশ্য?

ক. আর্থিক অবস্থা নিরূপণ খ. দায় পরিশোধ ক্ষমতা

গ. তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঘ. উপরের সবগুলো

৩. আন্তর্জাতিক হিসাব মান অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর ধাপ কয়টি?

ক. ৩টি খ. ৫টি

গ. ৭টি ঘ. ৯টি

পাঠ-১১.২ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সঠিক নিয়ম-নীতিগুলো বলতে পারবেন।
- আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা

সঠিকভাবে আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণের জন্য তৈরি করা হয় বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী। এই প্রক্রিয়ার জন্য হিসাববিজ্ঞানের কিছু নিয়ম অনুসরণ করা হয়। নিম্নে এ নিয়মগুলো আলোচনা করা হল :

১. **ব্যবসায়িক স্বত্ত্বা নীতি :** এই নীতি অনুযায়ী মালিককে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা বিবেচনা করা হয়। তাই আমরা মালিকের নামে হিসাব না রেখে কারবার প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব রাখি। যার জন্য মূলধন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য দায় আর উত্তোলন হলো তার নিজের খরচ যা মূলধনকে কমিয়ে দেয়।

২. **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা :** এ ধারণা অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট মেয়াদী প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলমান থাকবে বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি বছরের পর বছর চলবে এবং ভবিষ্যতে এ ব্যবসা বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা নেই। এই নীতির কারণে আয় ও ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। মূলধন জাতীয় আয়-ব্যয় দ্বারা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর স্থায়ী সম্পদের ক্ষেত্রে তার জীবন কাল পর্যন্ড় প্রতি বছর অবচয় ধরতে হয়। এই নীতি না থাকলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা সম্ভব হত না এবং অবচয় ধরারও প্রয়োজন হত না।

৩. **হিসাব কাল ধারণা :** চলমান নীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট কোন আয়ুষ্কাল নেই। তাই বলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য অনন্ড়কাল অপেক্ষা করা যায় না। এ জন্য প্রতি আর্থিক বৎসরেই ব্যবসায়ের ফলাফল জানা দরকার আয় বিবরণী ও আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে। এই অনন্ড় জীবনকে ছোট ছোট সময়কালে ভাগ করে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা হয়। হিসাববিজ্ঞানের এই ধারণাকে হিসাবকাল ধারণা বলা হয়। তবে এ হিসাবকাল ছয় মাসও হতে পারে আবার এক বছরও হতে পারে।

৪. **বকেয়া ধারণা :** এ ধারণাটি নগদ ধারণার বিপরীত। নগদ ধারণায় শুধুমাত্র নগদ লেনদেনগুলো হিসাবভূক্ত করা হয়। আর বকেয়া ধারণায় নগদ ও বাকী সমস্ড় লেনদেনসমূহই হিসাবভূক্ত হবে। কোন আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু তা নগদে পাওয়া যায়নি এবং কোন ব্যয় সংঘটিত হয়েছে কিন্তু নগদে পরিশোধ করা হয়নি তাও হিসাবভূক্ত করা হবে।

৫. **রক্ষণশীলতার নীতি :** ব্যবসায়ের সম্ভাব্য লোকসান এড়ানোর জন্য যে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় তাকে রক্ষণশীলতা বলে। এই নীতির মূলকথা হল ১০০% লাভ হওয়ার সম্ভাবনা হলেও তা লাভ না হওয়া পর্যন্ড় হিসাবভূক্ত করা যাবে না কিন্তু লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা হিসাবে দেখাতে হবে। এই নীতি অনুযায়ী সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্য এ দুইটির মধ্যে যেটির মূল্য কম সেটি হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৬. **ক্রয়মূল্য নীতি :** এই নীতি অনুযায়ী একটি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ যে মূল্যে ক্রয় করা হয় সেই মূল্যেই প্রতি বছর আর্থিক বিবরণীতে দেখাতে হয়। যেমন- কোন প্রতিষ্ঠান ১,০০,০০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করল। এই ১,০০,০০০ টাকাই হল মেশিনটির ক্রয়মূল্য এবং এই মূল্যেই প্রতি বছর আর্থিক বিবরণীতে দেখাতে হবে। কারণ স্থায়ী সম্পত্তি দীর্ঘকাল ব্যবসায় ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয় বিক্রির জন্য নয়।

৭. **সামঞ্জস্যতা নীতি :** এই নীতি অনুযায়ী হিসাব কার্যক্রমে একবার যে নিয়ম ও নীতি অনুসরণ করা হয়েছে তা প্রত্যেক বছরে একইভাবে অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ এক বছর এক পদ্ধতি আরেক বছর অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে

না। এরকম ক্ষেত্রে হিসাবসমূহের সঠিক তুলনা করা যায় না এবং ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।

৮. **বস্তুনিষ্ঠতা ধারণা :** হিসাবরক্ষকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা লেনদেনসমূহ হিসাবভূক্তকরণকে বস্তুনিষ্ঠতার ধারণা বলে। ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য হিসাবরক্ষক কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার আগে এর প্রাসঙ্গিকতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে দেখতে হবে। যেমন-ঘড়ি, স্ট্যাপলার, পাঞ্চিং মেশিন, ক্যালকুলেটর প্রভৃতি ব্যবসায়ে দীর্ঘদিন ব্যবহার হয় কিন্তু এদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় এদেরকে সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয় না। তাই এগুলোতে সংশ্লিষ্ট হিসাব বছরের খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে হিসাববিজ্ঞানীরা যে সকল নীতিমালা মেনে চলেন তার একটি তারিকা তৈরী করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- হিসাববিজ্ঞানীরা আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু মূলনীতি মেনে চলেন। এই মূলনীতিগুলো সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা।
- দিনে দিনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আকার ও জটিলতা বাড়ছে। তাই এই সব নীতিমালার প্রয়োজনও বাড়ছে।
- হিসাববিজ্ঞানের এই নীতিমালা অনুসরণ করলে হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও বোধগম্যতা বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা বলতে বুঝায়–
   ক. একই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকবে
   খ. সম্পত্তি ক্রয়মূল্যে হিসাবভূক্ত করা হবে
   গ. সম্পত্তির বাৎসরিক আয় ধার্য করা হবে
   ঘ. কোনোটিই নয়

২. হিসাববিজ্ঞানের সত্ত্বা ধারণা বলতে কি বুঝায়?
   ক. মালিক ও ব্যবসার পৃথক স্বতন্ত্র সত্ত্বা নেই
   খ. মালিকের দায় ও ব্যবসায়ের দায় একই
   গ. মালিক ও ব্যবসার পৃথক স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান
   ঘ. মালিক ও ব্যবসা অভিন্ন সত্ত্বা

৩. হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ও নীতিসমূহ অনুসরণ করলে–
   ক. তথ্য বৃদ্ধি পায়
   খ. আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদনের উৎপত্তি ঘটে
   গ. গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখা যায়
   ঘ. হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়

পাঠ-১১.৩ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে বিবেচ্য সমন্বয়সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের বিভিন্ন সমন্বয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকালে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের সমন্বয়সমূহ

হিসাববিজ্ঞানের নীতি অনুসারে আর্থিক বিবরণীর বিশদ আয় বিবরণীতে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের সকল মুনাফা জাতীয় খরচ ও মুনাফাজাতীয় আয়কে হিসাবভূক্ত করা হয়। এই সকল আয় এবং ব্যয় পরিশোধিত অথবা অপরিশোধিত উভয়ই হিসাবভূক্ত হবে। তবে হিসাবকালের আগের অথবা পরের কোন আয়-ব্যয় চলতি বছরে হিসাবভূক্ত হবে না। আমরা জানি, সাধারণত রেওয়ামিলের উদ্বৃত্ত নিয়ে আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়। তবে নানা কারণে কিছু হিসাবখাত সংশি- ষ্ট হিসাবকালের জন্য পরিপূর্ণ নাও হতে পারে। এজন্য রেওয়ামিল প্রস্তুতের পর ঐ হিসাবকালের অগ্রিম খরচ, বকেয়া খরচ, অনাদায়ী আয়, অগ্রিম আয় এবং অনগদ ও অন্যান্য লেনদেন যেগুলো হিসাবভূক্ত হয়নি সেগুলো প্রয়োজনীয় সমন্বয় দাখিলার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয়।

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সাধারণত যে সমস্ত সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন হয় নিচে সেগুলোর বর্ণনা করা হল :

১. **সমাপনী মজুদ পণ্য :** বছর শেষে যে পরিমাণ পণ্য অবিক্রিত অবস্থায় থাকে তাকে সমাপনী মজুদ পণ্য বলে। এটি সাধারণত রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কোন হিসাবকালের শেষে যে সমাপনী মজুদ পণ্য থাকে তা বিক্রীত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় মোট প্রত্যক্ষ খরচ থেকে বাদ দিয়ে বিশদ আয় বিবরণীতে দেখানো হয় এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদ পাশে সমাপনী মজুদ নামে দেখানো হয়।

উদাহরণ : বছর শেষে মজুদ পণ্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। বিশদ আয় বিবরণীতে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের সময় মোট প্রত্যক্ষ খরচ থেকে ৫০,০০০ টাকা বাদ দিতে হবে আবার আর্থিক বিবরণীতে চলতি সম্পদ পার্শ্বে সমাপনী মজুদ নামে লিখতে হবে।

২. **বকেয়া খরচ :** কোন নির্দিষ্ট হিসাব কাল শেষের যে সকল বকেয়া খরচ রয়েছে অথবা হিসাবভূক্ত হয়নি সেগুলোকে বিশদ আয় বিবরণীতে খরচ হিসাবে দেখাতে হবে। কারণ এটি বর্তমান হিসাব কালের খরচ। পাশাপাশি সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি দায় হিসাবে দেখাতে হবে।

উদাহরণ : বেতন বকেয়া রয়েছে ১,০০০ টাকা যা হিসাবভূক্ত হয়নি। এক্ষেত্রে বকেয়া ৫০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে বেতনের সাথে যোগ করে খরচ দেখাতে হবে এবং আর্থিক বিবরণীতে বকেয়া বেতন নামে চলতি দায় হিসাবে অন্ড়র্ভূক্ত হবে।

৩. **অগ্রিম প্রদত্ত খরচ :** কোন নির্দিষ্ট হিসাবকালের কোন খরচের মধ্যে যদি অগ্রিম প্রদত্ত খরচ অন্তর্ভূক্ত থাকে তাহলে তা বিশদ আয় বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট খরচ থেকে বাদ দিতে হবে এবং আর্থিক অবস্থায় বিবরণীতে অগ্রিম খরচ নামে চলতি সম্পদ হিসাবে দেখাতে হবে।

উদাহরণ: বীমা খরচ অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে ১,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে অগ্রিম বীমা ১,০০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে বীমা খরচ থেকে বাদ দিতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অগ্রিম বীমা নামে চলতি সম্পদ পাশে দেখাতে হবে।

৪. **বকেয়া বা অনাদায়ী আয় :** কোন নির্দিষ্ট হিসাব কাল শেষে যদি মুনাফাজাতীয় কোন আয় বকেয়া থাকে তাহলে বিশদ আয় বিবরণীতে উক্ত আয়কে সংশ্লিষ্ট আয়ের সাথে যোগ করে দিতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে বকেয়া আয় নামে চলতি সম্পদ হিসাবে দেখাতে হবে।

উদাহরণ : বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্য হয়েছে ৩,০০০ টাকা যা এখনও পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে উক্ত বিনিয়োগের সুদ বিশদ আয় বিবরণীতে আয় হিসাবে দেখাতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অনাদায়ী সুদ নামে চলতি সম্পদ পাশে দেখাতে হবে।

৫. **অগ্রিম প্রাপ্ত আয় :** কোন নির্দিষ্ট হিসাব কালের আয়ের মধ্যে যদি অগ্রিম প্রাপ্ত আয় থাকে তাহলে উক্ত আয়কে বিশদ আয় বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট আয় থেকে বাদ দিতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি দায় পাশে অগ্রিম আয় নামে দেখাতে হবে।

উদাহরণ: শিক্ষানবীশ সেলামী ১২,০০০ টাকা ৩ বছরের জন্য পাওয়া গেল।

এক্ষেত্রে অগ্রিম প্রাপ্ত শিক্ষানবীশ ৮,০০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে শিক্ষানবীশ সেলামী থেকে বাদ যাবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি দায় পাশে অগ্রিম শিক্ষানবীশ সেলামী হিসাবে দেখাতে হবে।

৬. **মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন :** মালিক কর্তৃক ব্যবসায়িক পণ্য উত্তোলন হল মালিকের ব্যক্তিগত খরচ যা ক্রয়কে হ্রাস করে। তাই এটি বিশদ আয় বিবরণীতে ক্রয় থেকে বাদ দিতে হয় এবং সমপরিমাণ টাকা মালিকানা স্বত্ত্বের বিবরণীতে মূলধন থেকে বাদ দিতে হয়।

উদাহরণ: মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ৫,০০০ টাকা যা হিসাবভূক্ত হয়নি।

এক্ষেত্রে ৫,০০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে ক্রয় থেকে পণ্য উত্তোলন বাদ দিতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মূলধন থেকে বাদ দিতে হবে।

৭. **অবচয় :** সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস হয় তাকে অবচয় বলে। এই অবচয় বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচ হিসাবে লেখা হয় এবং পুঞ্জীভূত অবচয়ের সাথে অবচয় যোগ করে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সংশি- ষ্ট সম্পত্তি থেকে বাদ দিতে হয়।

উদাহরণ: রেওয়ামিলে আসবাবপত্রের মূল্য ৫০,০০০ টাকা এবং অবচয়ের হার ১০%। এক্ষেত্রে অবচয় হবে (৫০,০০০×১০%) =৫০০০ টাকা। আর্থিক বিবরণীতে এ অবচয় নিম্নলিখিতভাবে দেখাতে হবে।

বিশদ আয় বিবরণী

পরিচালন খরচ ঃ	টাকা
অবচয়	৫,০০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

স্থায়ী সম্পদ ঃ	টাকা	টাকা
আসবাবপত্র	৫০,০০০	
(-) অবচয়	৫,০০০	৪৫,০০০

৮. **অবলোপন :** অলীক সম্পত্তি, অস্পর্শনীয় সম্পত্তি ও ইজারা সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রতি বছর অবলোপন করতে হয়। এই অবলোপন বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচ হিসাবে দেখাতে হয় এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সংশি- ষ্ট সম্পত্তি থেকে বাদ দিতে হয়।

উদাহরণ: সুনামের অবলোপন ১০% করতে হবে। রেওয়ামিলে সুনাম ৮০,০০০ টাকা।

এক্ষেত্রে সুনামের অবলোপন হবে ৮,০০০ টাকা যা বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচ হিসাবে দেখাতে হবে এবং আার্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তির পাশে সুনাম থেকে বাদ দিতে হবে।

৯. **অনাদায়ী পাওনা/দেনা/কু-ঋণ :** দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে বিভিন্ন কারণে যে পরিমাণ অংশ আদায়যোগ্য নয় বলে নিশ্চিত হওয়া যায় তাই হল অনাদায়ী পাওনা/অনাদায়ী দেনা বা কুঋণ। এই অনাদায়ী পাওনা বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচ হিসাবে দেখাতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে।

উদাহরণ : অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৫০০ টাকা যা হিসাবভূক্ত হয়নি।

এক্ষেত্রে অনাদায়ী পাওনা ৫০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচ হিসাবে দেখাতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে।

১০. **বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ :** ধরা যাক হিসাব বছরে প্রচারের জন্য বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ করা হয়েছে ৫,০০০ টাকা। এর ফলে ব্যবসায়িক পণ্যের হ্রাস পায় অন্যদিকে এটি প্রতিষ্ঠানের খরচ যা বিজ্ঞাপন খরচ। এক্ষেত্রে ৫,০০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে ক্রয় থেকে বাদ দিতে হবে এবং পরিচালন খরচ হিসাবে বিজ্ঞাপনের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে।

১১. **বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় খরচ :** কিছু কিছু মুনাফাজাতীয় খরচ আছে যা থেকে একাধিক বছর সুবিধা পাওয়া যায় বলে এটিকে একটি হিসাবকালে না দেখিয়ে পরবর্তী কয়েকটি হিসাব কালের খরচ হিসাবে দেখানো হয়।

উদাহরণ: বিজ্ঞাপন খরচের দুই-তৃতীয়াংশ বিলম্বিত করতে হবে। রেওয়ামিলে বিজ্ঞাপন খরচ দেওয়া আছে ১৫,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন খরচ হতে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে বাদ দিতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ পাশে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন নামে দেখাতে হবে।

১২. **অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি :** দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব থেকে অনাদায়ী পাওনা বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট প্রাপ্য বা দেনাদার হিসাব থেকে কিছু অংশ পরবর্তীতে আদায় নাও হতে পারে। এটি সম্ভাব্য ক্ষতি হিসাবে বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচ হিসাবে দেখানো হয় এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়।

উদাহরণ: দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাবের ৫,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়, অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ৫% সন্দেহজনক অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে। রেওয়ামিলে দেনাদার দেওয়া আছে ৫৫,০০০ টাকা, অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি আছে ৩,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে নতুন অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতির পরিমাণ হবে (৫৫,০০০ − ৫,০০০ × ৫% = ২,৫০০) টাকা। অনাদায়ী পাওনা, অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি নিম্নে বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হল:

বিশদ আয় বিবরণী

	টাকা	টাকা
অনাদায়ী পাওনা	৫,০০০	
(+) অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি (নতুন)	২,৫০০	
	৭,৫০০	
(−) পুরাতন অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	৩,০০০	
		৪,৫০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদ ঃ		
দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব	৫৫,০০০	
(−) অনাদায়ী পাওনা	৫,০০০	
	৫০,০০০	
(−) অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	২,৫০০	
		৪৭,৫০০

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরীতে ব্যবহৃত কয়েকটি সমন্বয়ের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- সাধারণত রেওয়ামিলের ভিত্তিতেই আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। তবে সঠিক ফলাফলের ও আর্থিক অবস্থা নিরূপন করার জন্য কিছু সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়।
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি সমন্বয় দুটি হিসাবকে প্রভাবিত করে।
- সাধারণত সমাপনী মজুদ পণ্য, বকেয়া ও অগ্রিম খরচ, বকেয়া ও অগ্রিম আয়, অবচয়, অনাদায়ী দেনা, অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি, পণ্য উত্তোলন, বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচের জন্য সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. প্রতিটি সমন্বয় কয়টি হিসাবকে প্রভাবিত করে?

ক. ১টি খ. ২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

২. অবচয় কি ধরণের হয়?

ক. মূলধন জাতীয় খ. মুনাফা জাতীয়

গ. বিলম্বিত ঘ. কোনোটিই নয়

৩. বকেয়া ক্রয় একটি–

ক. দায় খ. আয়

গ. সম্পত্তি ঘ. ক্ষতি

৪. অনাদায়ী পাওনা কিসের উপর ধার্য করা হয়?

ক. প্রাপ্য বিল খ. প্রদেয় বিল

গ. পাওনাদার ঘ. দেনাদার

পাঠ-১১.৪ এক মালিকানা ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরণীর ধাপসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আর্থিক বিবরণীর ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিশদ আয় বিবরণীর উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।
- বিশদ আয় বিবরণীর ছক অংকন করতে পারবেন।

আর্থিক বিবরণীর ধাপসমূহ

একটি নির্দিষ্ট হিসাব কাল শেষে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তার সারা বছরের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সামগ্রিম ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য যে বিবরণীসমুহ প্রস্তুত করে সেগুলোকে আর্থিক বিবরণী বলে। আর্থিক বিবরণী বৃহদাকার তথ্য ব্যবহারকারীদের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, ফলাফল, নগদ প্রবাহ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি হল আর্থিক বিবরণী। আন্তর্জাতিক হিসাব মান-১ অনুসারে আর্থিক বিবরণী ৫টি ধাপে প্রস্তুত করা হয়।

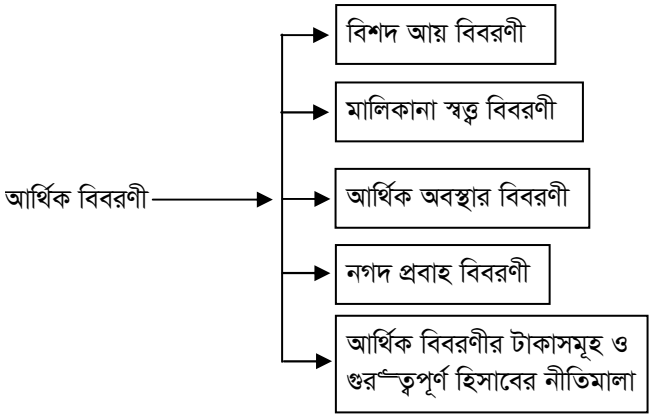

নিম্নে আর্থিক বিবরণীর ধাপগুলো আলোচনা করা হল

১. **বিশদ আয় বিবরণী :** যে বিবরণীর মাধ্যমে কারবার প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয়গুলো লিপিবদ্ধ করে লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয় তাকে বিশদ আয় বিবরণী বলে। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ের পণ্য বিক্রয় হতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে মোট মুনাফা পাওয়া যায় আর মোট মুনাফর সঙ্গে অন্যান্য আয় যোগ করে পরোক্ষ ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়। অন্যদিকে যে সকল প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রয় করে না বরং সেবা প্রদান করে সেইক্ষেত্রে সেবা আয় থেকে যাবতীয় ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়।

২. **মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণী :** এই বিবরণীতে মালিকের মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন, মূলধনের সুদ, নীট লাভ যোগ করে যোগফল থেকে উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, নীট ক্ষতি বাদ দিয়ে মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

৩. **আর্থিক বিবরণী :** হিসাবকালের শেষে একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানার জন্য সকল প্রকার সম্পত্তি, দায়সমূহ এবং মূলধন নিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলা হয়।

৪. **নগদ প্রবাহ বিবরণী :** যে বিবরণীর মাধ্যমে একটি হিসাবকালে কোন কোন উৎস হতে নগদ অর্থের আগমন ঘটে এবং কোন্ কোন্ খাতে নগদ অর্থের ব্যবহার হয় তা জানা যায় তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে।

৫. **আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ :** আর্থিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহকে আরো সহজভাবে বুঝার জন্য বিবরণীগুলোর শেষে বর্ণনামূলক যে বিবরণীর আকারে সংযোজিত টীকা থাকে তাকে আর্থিক বিবরণীর টীকা বলা হয়।

বিশদ আয় বিবরণীর উদ্দেশ্য

১. **আর্থিক ফলাফল :** বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট হিসাব কালের কি পরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হয়েছে তা জানা যায়।

২. **সঠিক নিয়ন্ত্রণ :** এ বিবরণীর মাধ্যমে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচ পৃথকভাবে জানা যায় বলে সঠিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. **দক্ষতা বৃদ্ধি :** যেহেতু প্রতিষ্ঠানের সকল আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য এ বিবরণীর মাধ্যমে জানা যায় ফলে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪. **আয়কর নির্ণয় :** প্রতিষ্ঠানের বিশদ আয় বিবরণীর উপর ভিত্তি করে নীট লাভের উপর আয়কর সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল কতটুকু অর্জিত হল তা নির্ণয় করার উদ্দেশ্যেই বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করা হয়।

বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত (সেবা প্রদানকারী ব্যবসায়) :

যে সমস্ড় প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে না বরং সেবা প্রদান করে থাকে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বলে। এরকম ব্যবসায়ে আয় থেকে সেবা প্রদানের যাবতীয় খরচসমূহ বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়।

উদাহরণ : ২০১৩ সালের জানুয়ারি ১ তারিখে রিভার ভিউ মোটেল ময়মনসিংহ ব্যবসা শুরু করল। ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তাদের নিম্নলিখিত রেওয়ামিলটি পওয়া গেল :

রিভার ভিউ মোটেল ময়মনসিংহ
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩

ক্র নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	নগদ		১,২০০	
২	উত্তোলন		৫০০	
৩	গাপ্লাইজ		৪৪০	
৪	বীমা সেলামী		৫৬০	
৫	যন্ত্রপাতি		১,৭০০	
৬	ইমারত		৭,০০০	
৭	ভাড়া আয়			৬,০০০
৮	প্রদেয় নোট			৯০০
৯	১০% বন্ধকী ঋণ			৩,০০০
১০	মূলধন			৬,০০০
১১	আসবাবপত্র		৩,০০০	
১২	বিজ্ঞাপন খরচ		৩০০	
১৩	বেতন		১,০০০	
১৪	উপযোগ খরচ		২০০	
			১৫,৯০০	১৫,৯০০

অন্যান্য তথ্যাবলী :

১. অব্যবহৃত সাপ্লাইজ ১,০০০ টাকা।
২. বেতন বকেয়া ২০০ টাকা।
৩. অগ্রিম বীমা প্রদান ৮০ টাকা।
৪. অবচয় : ইমারত ৩৫০ টাকা, আসবাবপত্র ৩০০ টাকা।

তোমার করণীয় : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সালের সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান

রিভার ভিউ মোটেল ময়মনসিংহ

বিশদ আয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
আয়সমূহ :			
ভাড়া আয়			৬০০০
বাদ খরচসমূহ :			
সাপ□াইজ খরচ	৪৪০		
বাদ-অব্যবহৃত	১০০		
বিমা সেলামি	৫৬০	৩৪০	
বাদ-অগ্রিম	৮০		
বিজ্ঞাপন খরচ		৪৮০	
		৩০০	
বেতন	১,০০০		
যোগ-বকেয়া	২০০		
ঋণের বকেয়া সুদ		১,২০০	
অবচয় :		৩০০	
ইমারত	৩৫০		
আসবাবপত্র	৩০০		
		৬৫০	
			৩,২৭০
নিট মুনাফা			২,৭৩০

বহুধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী এবং প্রস্তুত প্রণালী:

পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস হল পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ। এই প্রাপ্ত অর্থ হল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন আয়। এই পরিচালন আয়ের পাশাপাশি কিছু অপরিচালন আয়ও রয়েছে যেমন- বিনিয়োগের সুদ, ভাড়া প্রাপ্তি, শিক্ষানবীশ সেলামী, ব্যাংক জমার সুদ ইত্যাদি। অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন খরচ রয়েছে যেমন- ক্রয়, মজুরি, বেতন, বিজ্ঞাপন, মেরামত খরচ, অনাদায়ী পাওনা, সম্পত্তির অবচয় ইত্যাদি। পাশাপাশি কিছু অপরিচালন খরচ রয়েছে যেমন- মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ, শিক্ষানবীশ ভাতা, ব্যাংক চার্জ, কমিশন প্রদান ইত্যাদি।

উপরিউক্ত খরচ এবং আয়গুলোকে বিভিন্ন ধাপে আলাদাভাবে দেখিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকেই বিশদ আয় বিবরণী বলে।

প্রস্তুত প্রণালী : পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য বিশদ আয় বিবরণীকে তিনটি ধাপে সাজিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

প্রথম ধাপে পণ্য বিক্রয়ের প্রাপ্ত টাকা থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট লাভ বা মোট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে মোট মুনাফা বা মোট লাভের সাথে পরোক্ষ পরিচালন আয় যোগ করে যোগফল থেকে পরিচালন খরচ বাদ দিয়ে পরিচালন মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

তৃতীয় ধাপে পরিচালন আয়ের সাথে নিট অপরিচালন আয় (অপরিচালন আয়-অপরিচালন ব্যয়) যোগ করে নীট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

নিম্নে পরিচালন আয়, পরিচালন খরচ এবং অপরিচালন আয় ও খরচের একটি তালিকা দেয়া হলো:

পরিচালন আয়	পরিচালন ব্যয়	অপরিচালন আয়	অপরিচালন ব্যয়
প্রত্যক্ষ :	**প্রত্যক্ষ :**	স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে মুনাফা	স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি
পণ্য বা সেবা বিক্রয়	পণ্য ক্রয়	বিনিয়োগের সুদ	কমিশন প্রদান
	ক্রয় পরিবহন	উত্তোলনের সুদ	মূলধনের সুদ
	মজুরি	প্রদত্ত ঋণের সুদ	ঋণ বা ব্যাংক ঋণের সুদ
পরোক্ষ :	আমদানী শুল্ক	ব্যাংক জমার সুদ	ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ
বাট্টা প্রাপ্তি	জাহাজ ভাড়া	শিক্ষানবিশ সেলামী	ব্যাংক চার্জ
কমিশন প্রাপ্তি	ডক চার্জ	উপভাড়া	শিক্ষানবিশ ভাতা
	কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ	প্রাপ্ত লভ্যাংশ	চুরি বা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি
	জ্বালানি খরচ		
	পরোক্ষ :		
	বিক্রয় পরিবহন		
	বেতন		
	অফিসের ভাড়া		
	বিদ্যুৎ খরচ		
	অফিস খরচ		
	বাট্টা প্রদান		
	স্থায়ী সম্পদের মেরামত		
	ডাক ও তার		
	বিজ্ঞাপন		
	মনিহারী		
	প্যাকিং খরচ		
	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		
	ভ্রমণ খরচ		
	বীমা খরচ		
	স্থায়ী সম্পদের অবচয়		
	ইজারা সম্পদের অবলোপন		
	সুনামের অবলোপন		

বহুধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণীর নমুনা ছক :

পণ্য ক্রয়–বিক্রয়কারী ব্যবসায়ের নাম.....

বিশদ আয় বিবরণী

.....সালের.....তারিখে সমাপ্ত বছরের

	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		* *	
বাদ–ফেরত		* *	
		* *	
বাদ–বিক্রয় বাট্টা		* *	
নিট বিক্রয়			* *
বাদ–বিক্রীত পণ্যের ব্যয় :			
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		* *	
ক্রয়	* *		
বাদ–ফেরত	* *		
	* *		
বাদ–ক্রয় বাট্টা	* *		
নিট ক্রয়		* *	
মজুরি		* *	
ক্রয় পরিবহন		* *	
আমদানি শুল্ক		* *	
জাহাজ ভাড়া		* *	
ডক চার্জ		* *	* *
বাদ–সমাপনি মজুদ পণ্য			* *
			* *
মোট মুনাফা			
যোগ–পরোক্ষ পরিচালন আয় :			
কমিশন প্রাপ্তি		* *	
প্রাপ্ত বাট্টা		* *	* *
বাদ–পরিচালন খরচ :			* *
বেতন		* *	
বিক্রয় পরিবহন		* *	
অফিসের ভাড়া		* *	
অফিসের বিদ্যুৎ খরচ		* *	

	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদের মেরামত		* *	
ডাক ও তার খরচ		* *	
বিজ্ঞাপন		* *	
মনিহারি		* *	
প্যাকিং খরচ		* *	
অনাদায়ী পাওনা	* *		
যোগ–অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (নতুন)	* *		
	* *		
বিয়োগ–অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (পুরাতন)	* *		
দেনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি		* *	
ভ্রমণ খরচ		* *	
সাধারণ খরচ		* *	
কর ও অভিকর		* *	
আপ্যায়ন খরচ		* *	
রপ্তানি শুল্ক		* *	
বিক্রয় প্রতিনিধির বেতন ও কমিশন		* *	
স্থায়ী সম্পদের অবচয়		* *	
ইজারা সম্পত্তির অবলোপন		* *	
সুনামের অবলোপন		* *	
পরিচালন মুনাফা			* *
যোগ: অপরিচালন আয়			* *
ভাড়া প্রাপ্তি	* *		
বিনিয়োগের সুদ	* *		
ব্যাংক জমার সুদ	* *		
উত্তোলনের সুদ	* *		
লভ্যাংশ প্রাপ্তি	* *		
শিক্ষানবিশ সেলামী	* *		
প্রদত্ত ঋণের প্রাপ্ত সুদ	* *		
সঞ্চয়পত্রের সুদ	* *		
ঋণপত্রের প্রাপ্ত সুদ	* *		
সম্পদ বিক্রয় হতে মুনাফা	* *	* *	
বাদ–অপরিচালন খরচ :			

	টাকা	টাকা	টাকা
মূলধনের সুদ	* *		
ঋণের সুদ	* *		
ব্যাংক চার্জ	* *		
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ	* *		
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি	* *		
শিক্ষানবিশ ভাতা	* *		
কমিশন প্রদান	* *		
চুরি বা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি	* *	* *	
নিট অপরিচালন খরচ			* *
নিট মুনাফা			* *

বিশদ আয় বিবরণীর কয়েকটি ব্যয় নিয়ে আলোচনা:

১. **বিক্রীত পণ্যের ব্যয় :** কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করা হয় তার ব্যয়িত খরচের সমষ্টিকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বলে। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + পণ্য ক্রয় + ক্রয় সংক্রান্ত সকল খরচ – সমাপনী মজুদ পণ্য। এখানে ক্রয় সংক্রান্ত খরচগুলো – ক্রয় পরিবহন, মজুরি, জাহাজ ভাড়া, আমদানী শুল্ক, ডক চার্জ ইত্যাদি।

২. **ভাড়া :** ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য কোন বাড়ী ভাড়া নিলে চুক্তি অনুযায়ী এ বাবদ যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে ভাড়া বলে। ভাড়া বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচের অন্ড়র্ভুক্ত হয়।

৩. **বেতন :** কারবারে নিযুক্ত কর্মচারীদের সেবার বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাই বেতন। বেতন বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচে দেখাতে হয়।

৪. **বীমা খরচ :** ব্যবসায়ের বিভিন্ন সম্পদের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা কোম্পানিকে যে পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয় তাই বীমা। বীমা খরচ বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচের মধ্যে দেখাতে হয়।

৫. **বিজ্ঞাপন :** বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রেতাসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হয়। বিজ্ঞাপন খরচ বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচের মধ্যে দেখানো হয়।

৬. **অনাদায়ী পাওনা :** ধারে বিক্রয়ের ফলে দেনাদারের সৃষ্টি হয়। এই দেনাদার থেকে যে পরিমাণ অর্থ আর পাওয়া যাবে না বলে নিশ্চিত হওয়া যায় তাই অনাদায়ী পাওনা। দেনাদারের মৃত্যু, দেউলিয়া, নিখোঁজ প্রভৃতি ইহার কারণ। অনাদায়ী পাওনা পরিচালন খরচের অন্তর্ভূক্ত হয়।

৭. **অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি :** দেনাদারদের নিকট হতে যে পরিমাণ অর্থ আদায় হবে না বলে সন্দেহ রয়েছে আর উহার জন্য যে পরিমাণ সঞ্চিতি রাখা হয় তাকে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বলে। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি পরিচালন খরচের মধ্যে দেখানো হয়।

৮. **সম্পত্তির অবচয় :** সম্পত্তি ব্যবহারে মূল্য হ্রাস হয়, আর এই মূল্য হ্রাসকে অবচয় বলে। এই অবচয় বিশদ আয় বিবরণীতে সাধারণত পরিচালন খরচের মধ্যে দেখাতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	পরিচালন ব্যয় এবং অপরিচালন ব্যয়ের মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুতের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এই ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে তৈরি করতে হয়।
- মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয় নিয়ে তৈরি করা হয় বিশদ আয় বিবরণী।
- আর্থিক ফলাফল নির্ণয়, দক্ষতা বৃদ্ধি, আয়কর নির্ণয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করা হয়।
- বিশদ আয় বিবরণী এক ধাপ ও বহুধাপ বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আর্থিক বিবরণীর ধাপ কয়টি?

ক. ২টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৭টি

২. নীচের কোনটির মাধ্যমে নীট লাভ জানা যায়?

ক. বিশদ আয় বিবরণী খ. নগদ প্রবাহ বিবরণী

গ. মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণী ঘ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

৩. যে পণ্য বিক্রয় করা হয় তাব ব্যয়িত খরচের যোগফলকে কি বলে?

ক. মোট ব্যয় খ. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য

গ. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ঘ. সমাপনী মজুদ পণ্য

পাঠ-১১.৫ মালিকানা স্বত্ত্ব ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণী কি বলতে পারবেন।
- মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণী ছক এঁকে বিবরণী তৈরি করতে পারবেন।
- আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলতে পারবেন।
- আর্থিক অবস্থা বিবরণী সম্পর্কে ছক এঁকে এটি তৈরি করতে পারবেন।

মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণী

মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণীকে মালিকের মূলধন বিবরণীও বলা হয়। এ বিবরণীতে যে সমস্ড় দফাগুলো দেখানো হয় এদের দ্বারা মালিকের মূলধন পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ মালিকের প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন, নীট লাভ যোগ করা হয়। অপরদিকে যে সমস্ত দফার জন্য মূলধন হ্রাস পায় যেমন- উত্তোলন (নগদ, পণ্য উত্তোলন), নীট ক্ষতি ইত্যাদি মূলধন থেকে বাদ যায়। এভাবে বছরান্তে মালিকানা স্বত্ত্বের বিবরণী তৈরি করে সমাপনী উদ্বৃত্ত আর্থিক অবস্থায় বিবরণীতে দেখানো হয়। নিম্নে মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণী প্রস্তুতের নমুনা ছক দেখানো হলো :

প্রতিষ্ঠানের নাম : .....
মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণী
..... সালের ..... তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা
মালিকানা স্বত্ত্ব :		×××
মূলধন (প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত)		×××
যোগ : অতিরিক্ত মূলধন		×××
যোগ : নীট লাভ/(-) নিট ক্ষতি		×××
যোগ : মূলধনের সূদ		×××
		×××
বাদ : উত্তোলন (নগদ, পণ্য)	××××	
বাদ : আয়কর	×××	
বাদ : জীবন বিমার প্রিমিয়াম	×××	
		×××
মালিকানা স্বত্ত্ব (সমাপনি উদ্বৃত্ত)		××××

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

একটি নির্দিষ্ট হিসাব কাল শেষে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠনের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য নির্দিষ্ট তারিখে সম্পত্তি, দায় এবং মালিকানা স্বত্ত্বের যে বিবরণী তৈরি করা হয় তাকে আর্থিক বিবরণী বলে। আর্থিক বিবরণী থেকে প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের পরিমাণ, মোট দায়ের পরিমাণ, মোট সম্পদের উপর তৃতীয় পক্ষের কি পরিমাণ দাবী রয়েছে এবং মালিক পক্ষের কি পরিমাণ দাবী রয়েছে তা দেখানো হয়। এর মাধ্যমে মূল হিসাব সমীকরণটি প্রতিফলিত হয়

অর্থাৎ মোট সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ত্ব।

আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত প্রণালী :

আর্থিক অবস্থায় বিবরণী দুই স্তরে তৈরি করা হয়। প্রথম স্তরে সম্পদ এবং দ্বিতীয় স্তরে দায়সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। সম্পদসমূহকে দুই ভাগে দেখানো হয়। যথা-

ক. চলতি সম্পদ যেমন- নগদ, ব্যাংক জমা, দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য বিল, মজুদ পণ্য, অব্যবহৃত মনিহারি, প্রাপ্য আয়

খ. স্থায়ী সম্পদ। যেমন- জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তরের দায়সমূহকেও দুই ভাগে দেখানো হয়। যথা-

ক. চলতি দায়। যেমন- পাওনাদার, প্রদেয় বিল, বকেয়া খরচ, ব্যাংক জমাতিরিক্ত

খ. দীর্ঘমেয়াদী দায়। যেমন- ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ইত্যাদি।

মোট দায়ের পরে মালিকানা স্বত্ত্বের সমাপনি উদ্বৃত্ত দেখানো হয়। এক্ষেত্রে মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের সমাপনি উদ্বৃত্তের যোগফল মোট সম্পদের সমান হবে।

সম্পদ ও দায়সমূহকে আর্থিক বিবরণীতে সাধারণত তারল্যের অগ্রাধিকার পদ্ধতিতে দেখানো হয়। অর্থাৎ যে সম্পত্তি যত দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায় সে সম্পদ আগে অনুরূপভাবে যে দায় যত দ্রুত পরিশোধ করতে হয় তা আগে বসবে। এ প্রেক্ষীতে চলতি সম্পদ আগে এবং স্থায়ী সম্পদ পরে দেখানো হয়। সবশেষে মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণীর সমাপনী উদ্বৃত্ত দেখাতে হয়।

নিম্নে তারল্য অগ্রাধিকার পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর নমুনা ছক দেখানো হল :

ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠানের নাম.....

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

.....সালের .....তারিখের

	টাকা	টাকা	টাকা
সম্পদসমূহ			
চলতি সম্পদ :			
নগদ তহবিল		* *	
ব্যাংক জমা		* *	
দেনাদার	* *		
বাদ-অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	* *		
প্রাপ্য আয়		* *	
অগ্রিম প্রদত্ত খরচ		* *	
ভ্যাট চলতি হিসাব		* *	
স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ (১ বছরের কম মেয়াদী)		* *	
মোট চলতি সম্পদ			* *
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ :			

	টাকা	টাকা	টাকা
বিনিয়োগ		* *	* *
স্থায়ী সম্পদ :			
আসবাবপত্র	* *		
বাদ–পুঞ্জীভূত অবচয়	* *	* *	
মোটর গাড়ি	* *		
বাদ–পুঞ্জীভূত অবচয়	* *		
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	* *	* *	
বাদ–পুঞ্জীভূত অবচয়	* *		
অফিস সরঞ্জাম	* *	* *	
বাদ–পুঞ্জীভূত অবচয়	* *		
ইজারা সম্পত্তি	* *	* *	
বাদ–অবলোপন	* *		
ট্রেডমার্ক	* *	* *	
বাদ–অবলোপন	* *		
প্যাটেন্ট	* *	* *	
বাদ–অবলোপন	* *		
ভূমি ও দালান	* *	* *	
বাদ–পুঞ্জীভূত অবচয়	* *		
সুনাম	* *	* *	
বাদ–অবলোপন	* *		
মোট স্থায়ী সম্পদ		* *	* *
মোট সম্পদ			* *
দায়সমূহ ও মালিকানা স্বত্ত্ব			
চলতি দায় :			
পাওনাদার	* *		
প্রদেয় বিল	* *		
বকেয়া খরচ	* *		
অগ্রিম প্রদত্ত খরচ	* *		
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	* *		
মোট চলতি দায়		* *	
দীর্ঘমেয়াদী দায় :			

	টাকা	টাকা	টাকা
ঋণ	* *		
ব্যাংক ঋণ	* *		
বন্ধকী ঋণ	* *		
মোট দীর্ঘমেয়াদী দায়		* *	
মোট দায়			* *
মালিকানা স্বত্ত্ব :			
মূলধন (সমাপনির উদ্বৃত্ত)			* *
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ত্ব			* *

উদাহরণ: ১

সমস্যা– মি. জামান "জামান ট্রেডার্স" নামে তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করে। ২০১৪ সালে জামানের ব্যবসায়ের নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ পাওয়া গেল:

ক্র. নং	বিবরণ	টাকা
১.	বিক্রয়	২,০০,০০০
২.	সমাপনি মজুদ পণ্য	১০,০০০
৩.	বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	১১৫,০০০
৪.	বিক্রয় খরচ	২০,০০০
৫.	প্রশাসনিক খরচ	৬০,০০০
৬.	সুদপ্রাপ্তি	৫,০০০
৭.	সরঞ্জান বিক্রয় করে ক্ষতি	৩,০০০
৮.	পাওনাদার	১০,০০০
৯.	বন্ধকী ঋণ	৩০,০০০
১০.	নগদ	৫০,০০০
১১.	সরঞ্জাম	১,০০,০০০
১২.	মূলধন	১,১৩,০০০

অতিরিক্ত তথ্য:

ক) সরঞ্জানের উপর ১০,০০০ টাকা অবচয় ধরতে হবে।

খ) অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে ১৭,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

উপরে প্রদত্ত তথ্য হতে আয়-ব্যয় বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করুণ।

সমাধান:

জমান ট্রেডার্স

আয়-ব্যয় বিবরণী

২০১৪ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ			টাকা
বিক্রয়			
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়			২,০০,০০০
মোট লাভ–			১,১৫,০০০
			৮৫,০০০
পরিচালনা খরচ:			
বিক্রয় খরচ–		২০,০০০	
প্রশাসনিক খরচ:			
প্রশাসনিক খরচ–	৬০,০০০		
সরঞ্জানের উপর অবচয়–	১০,০০০	৭০,০০০	৯০,০০০
ব্যবসা হতে ক্ষতি			৫,০০০
অ-পরিচালন দফাসমূহ:			
সুদ প্রাপ্তি		৫,০০০	
সরঞ্জান বিক্রিত ক্ষতি		৩,০০০	
অ-পরিচালন দফা হতে আয়			২,০০০
নীট ক্ষতি			৩,০০০

জমান ট্রেডার্স

উদ্বৃত্তপত্র

২০১৪ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ			টাকা
সম্পদসমূহ:			
চলতি সম্পদ:			
নগদ–	৫০,০০০		
(+) অতিরিক্ত আনয়ন–	১৭,০০০	৬৭,০০০	
সমাপনি মজুদ পণ্য		১০,০০০	৭৭,০০০
দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ:			
সরঞ্জান–		১,০০,০০০	
(-) অবচয়		১০,০০০	৯০,০০০
মোট সম্পদ			১,৬৭,০০০
দায়+মালিকানা সত্ত্বা:			
দায়সমূহ:			
চলতি দায়–			১০,০০০
পাওনাদার–			৩০,০০০
দীর্ঘমেয়াদি দায়:			
বন্ধকী ঋণ			৪০,০০০
মালিকানা সত্ত্বা:			
মূলধন	১,১৩,০০০		
(+) অতিরিক্ত মূলধন	১৭,০০০		

বিবরণ			টাকা
(-) নীট ক্ষতি	১,৩০,০০০		
মোট দায় ও মারিকানা সত্ত্বা	৩,০০০	১,২৭,০০০	
		১,৬৭,০০০	

উদাহরণঃ ২

সমস্যাঃ- নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ 'মাহিন আহমেদ' এর হিসাব বই হতে সংগৃহিতঃ

ক্র. নং	বিবরণ	টাকা
১.	বিক্রয়	৮০,০০০
২.	ক্রয়	৪০,০০০
৩.	প্রারম্ভিক মজুত পণ্য	৭,০০০
৪.	বিক্রয় খরচ	৮,০০০
৫.	বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ	৫,০০০
৬.	অফিস ভাড়া	৭,০০০
৭.	বেতন	১৫,০০০
৮.	সুদ প্রাপ্তি	৪,০০০
৯.	সরঞ্জান বিক্রিত ক্ষতি	২,০০০
১০.	প্রাপ্য বিল	১০,০০০
১১.	নগদ	১৫,০০০
১২.	দালানকোঠা	২,০০,০০০
১৩.	প্রদেয় বিল	৪০,০০০
১৪.	মূলধন	১,৮৫,০০০

অতিরিক্ত তথ্যঃ

ক) সমাপনি মজুদ পণ্য ১০,০০০ টাকা।

খ) দালানকোঠার ২.৫০% অবচয় ধরতে হবে।

গ) প্রদেয় বিল-এর ২০,০০০ টাকা দীর্ঘমেয়াদি।

ঘ) বেতন বকেয়া রয়েছে ২,০০০ টাকা।

উপরোক্ত তথ্য ব্যবহার করে ২০১৪ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের আয় বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করুণ।

মাহিন আহমেদ
আয় বিবরণী

২০১৪ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ				টাকা
বিক্রয়				৮০,০০০
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়:				
প্রারম্ভিক মজুদ			৭,০০০	
ক্রয়			৪০,০০০	
সমাপনি মজুদ			৪৭,০০০	
মোট লাভ			১০,০০০	
				৩৭,০০০
				৪৩,০০০
পরিচালনা খরচ:				
বিক্রয় খরচ:				
বিক্রয় খরচ		৮,০০০		
বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ		৫,০০০	১৩,০০০	
প্রশাসনিক খরচ:				
অফিস ভাড়া		৭,০০০		
দালান কোঠার অবচয়		৫,০০০		
বেতন	১৫,০০০			
(+) বকেয়া	২,০০০	১৭,০০০	২৯,০০০	৪২,০০০
ব্যবসায় পরিচালনা হতে আয়				১,০০০
অপরিচালন দফাসমূহ:				
সুদপ্রাপ্তি				৪,০০০
সরঞ্জান বিক্রিত ক্ষতি				(২,০০০)
নীট লাভ				৩,০০০

মাহিন আহমেদ

আয় বিবরণী

২০১৪ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা
সম্পদসমূহ:		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ	১৫,০০০	
প্রাপ্য বিল	১০,০০০	
সমাপনি মজুদ পণ্য	১০,০০০	৩৫,০০০
দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি:		
দালানকোঠা	২,০০,০০০	
(-) অবচয়	৫,০০০	১,৯৫,০০০
মোট সম্পত্তি		২,৩০,০০০
দায়+মালিকানা সত্ত্বা:		
দায়সমূহ:		
চলতি দায়:		

বিবরণ		টাকা
প্রদেয় বিল	২০,০০০	
বকেয়া বেতন	২,০০০	২২,০০০
দীর্ঘমেয়াদি দায়:		
প্রদেয় বিল		২০,০০০
মালিকানা সত্ত্বা:		
মূলধন	১,৮৫,০০০	
(+) নীট লাভ	৩,০০০	১,৮৮,০০০
মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্বা		২,৩০,০০০

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায় বলতে কি বোঝেন? এদের একটি তালিকা প্রস্তুত করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- মালিকের মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন, নীট লাভ ও মূলধনের সুদ যোগ করে উত্তোলন বিয়োগ করে সমাপনি মূলধন নির্ণয় করা হয়।
- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী থেকে মোট সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ জানার পাশাপাশি সম্পদের উপর তৃতীয় পক্ষের কি দাবী ও মালিকপক্ষের কি দাবী রয়েছে তা জানা যায়।
- আর্থিক বিবরণী দুটি তৈরি করা হয়। প্রথম ঘরে চলতি ও স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে আর দ্বিতীয় স্ড়রে চলতি ও দীর্ঘমেয়াদি দায়সমূহ থাকে। সবশেষে মালিকের সমাপনি মূলধন অন্তর্ভুক্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণীতে মূলধন থেকে কোনটি বাদ দেয়া হয়?

ক. নীট লাভ খ. অতিরিক্ত মূলধন

গ. নীট ক্ষতি ঘ. মূলধনের সুদ

২. নীচের কোন কোন দফার জন্য মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি পায়?

ক. নীট লাভ, মূলধনের সুদ ও অতিরিক্ত মূলধন খ. নীট ক্ষতি, উত্তোলন, অতিরিক্ত মূলধন

গ. পণ্য উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ ঘ. মূলধনের সুদ, অতিরিক্ত মূলধন, আয়কর

৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলতে বুঝায়–

ক. ব্যবসায় সম্পদ ও দায়ের বিবরণী খ. ব্যবসায়ের সম্পদের বিবরণী

গ. ব্যবসায়ের দায়ের বিবরণী
ঘ. লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

৪. আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির উদ্দেশ্য কী?
ক. দায়-দেনার গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা
খ. ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা
গ. দায়-দেনার অবস্থা নিরূপণ করা।
ঘ. লাভ-লোকসান নিরূপণ করা।

৫. মোট মুনাফা হলো-
ক. পরিচালন মুনাফা + পরিচালন ব্যয়
খ. নীট মুনাফা – পরিচালন ব্যয়
গ. বিক্রীত পণ্যের ক্রয় + প্রারম্ভিক মজুদ
ঘ. বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

৬. অপরিচালন আয়-
i. বিনিয়োগের সুদ
ii. বিক্রয়
iii. শিক্ষানবীশ সেলামী

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. ii ও iii

পাঠ-১১.৬ ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আর্থিক অবস্থার বিবরণী মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- আর্থিক অবস্থার বিবরণীর একটি হিসাব খাতের সাথে আরেকটি হিসাব খাতের তুলনা করতে পারবেন।
- একটি ব্যবসার আর্থিক অবস্থার সাথে অন্য একটি ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থারও তুলনা করতে পারবেন।

আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন

একটি নির্দিষ্ট হিসাব কাল শেষে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী হতে আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। যেমন- লাভ বা ক্ষতি, স্থায়ী সম্পত্তি, চলতি সম্পত্তি, চলতি দায়, দীর্ঘমেয়াদি দায়, মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ ইত্যাদি। এগুলো জানাই যথেষ্ট নয়। কারণ একটি আর্থিক বিবরণীতে প্রচুর তথ্য ও উপাত্ত থাকে যেগুলো থেকে ব্যবসায়ের সঠিক অবস্থা জানা সম্ভব নয়। একটি প্রতিষ্ঠানে কত টাকা লাভ হয়েছে তা বিচার বিশে- ষণ করতে হবে কত টাকা বিনিয়োগ করে সেই লাভ অর্জিত হয়েছে। অনুরূপভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের চলতি সম্পদের পরিমাণ কতটুকু তা জানা দরকার কেননা চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা চলতি সম্পত্তির উপর নির্ভর করে। বিক্রয়ের উপর মোট লাভ ও নীট লাভের অনুপাতের হার কি তা জানা দরকার। কেননা কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্ভর করে মুনাফা অর্জনের উপর। তাই ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা সঠিক এবং বোধগম্য করে উপস্থাপন করতে হলে আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন ধাপের মধ্যে একটি হিসাব খাতের সাথে আরেকটি হিসাব খাতের তুলনা করতে হবে। এই তুলনা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন হিসাবখাতের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়। এমনকি নিজ প্রতিষ্ঠানের সাথে বাহিরের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানেরও তুলনা করে দক্ষতা যাচাই করা যায়।

নিম্নে কয়েকটি অনুপাত বিশ্লেষণ দেখানো হলো :

লাভ বা মুনাফার হার

মুনাফা অর্জনের অনুপাত দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা যাচাই করা যায়। একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছলতা মুনাফা অর্জনের উপর নির্ভর করে। এই অর্জনের পরিমাপ আমরা বিক্রয়ের সাথে মোট লাভ, নীট লাভের শতকরা হারে বের করে তুলনা করতে পারি। আবার নীট লাভের সাথে বিনিয়োজিত মূলধনের তুলনা করতে পারি। একটি প্রতিষ্ঠানের পর পর কয়েক বছরের নীট লাভের শতকরা হারের তুলনা করে বুঝা যাবে কোন বছরের মুনাফা অর্জন বেশি হয়েছে। অনুরূপভাবে নিজ প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্য প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের এই শতকরা হার ব্যবহার করে বুঝা যাবে কোন প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা বেশি।

১. মোট মুনাফার হার $= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০$

২. নীট মুনাফার হার $= \frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০$

৩. বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার $= \frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$

এখানে, নীট বিক্রয় = বিক্রয় – বিক্রয় ফেরত – বিক্রয় বাট্টা

বিনিয়োজিত মূলধন = মোট সম্পত্তি (অস্পর্শনীয় সম্পত্তি + বিনিয়োগ + চলতি দায়)

তারল্যতা বা চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা

কোন প্রতিষ্ঠানের স্বল্প মেয়াদী দায়-দেনা পরিশোধের সামর্থ্য যাচাই করা হয় তারল্যতার অনুপাত দিয়ে। কোন প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের অনুপাত নির্ণয় করে জানতে পারি। সাধারণত দুটি অনুপাতের মাধ্যমে এ পরিশোধ ক্ষমতা নির্ণয় করে জানতে পারি। সাধারণত দুটি অনুপাতের মাধ্যমে এ পরিশোধ ক্ষমতা নির্ণয় করা হয়।

১. চলতি অনুপাত $= \frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$ [আদর্শমান- ২ : ১]

২. তারল্য অনুপাত/দ্রুত অনুপাত $= \frac{\text{চলতি সম্পত্তি} - (\text{মজুদ} + \text{অগ্রিম খরচ})}{\text{চলতি দায়}}$ [আদর্শমান- ১ : ১]

উদাহরণ : কবির ট্রেডার্স এবং মিজান ট্রেজার্স-এর ২০১৩ সালের হিসাব বই থেকে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী নেওয়া হয়েছে।

	কবির ট্রেডার্স (টাকা)	**মিজান ট্রেডার্স (টাকা)**
বিক্রয়	২,০০,০০০	২,৪০,০০০
মোট মুনাফা	২০,০০০	৩০,০০০
নীট মুনাফা	১৬,০০০	১২,০০০
বিনিয়োজিত মূলধন	১,২০,০০০	১,৬০,০০০
চলতি সম্পদ	১৮,০০০	২০,০০০
চলতি দায়	১০,০০০	১২,০০০
মজুদ পণ্য	২,০০০	২,৪০০

করণীয় :

১. দুটি ব্যবসায়ের চলতি অনুপাত ও তারল্য অনুপাত।

২. দুটি ব্যবসায়ের মোট মুনাফার হার, নীট মুনাফার হার এবং বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার।

৩. কোন ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা ভালো।

সমাধান ১

চলতি দায় পরিশোধ অনুপাত	**কবির ট্রেডার্স**	**মিজান ট্রেডার্স**
১. চলতি অনুপাত $= \frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$	$\frac{১৮০০০}{১০০০০} = ১.৮ : ১$	$\frac{২০০০০}{১২০০০} = ১.৬৭ : ১$
২. তারল্য অনুপাত $= \frac{\text{চলতি সম্পত্তি} - (\text{মজুদ} + \text{অগ্রিম খরচ})}{\text{চলতি দায়}}$	$\frac{১৮০০০ - ২০০০}{১০০০০} = ১.৬ : ১$	$\frac{২০০০০ - ২৪০০}{১২০০০} = ১.৪৬ : ১$

সমাধান ২

মুনাফার অনুপাত	কবির ট্রেডার্স	মিজান ট্রেডার্স
১. মোট মুনাফার হার = $\frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০$	$\frac{২০০০০}{২০০০০০} \times ১০০ = 10\%$	$\frac{৩০০০০}{২৪০০০} \times ১০০ = 7.5\%$
২. নীট মুনাফার হার = $\frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০$	$\frac{১৬০০০}{২০০০০০} \times ১০০ = ৮\%$	$\frac{১২০০০}{২৪০০০০} \times ১০০ = ৫\%$
৩. বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফর হার = $\frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$	$\frac{১৬০০০}{১২০০০০} \times ১০০ = 13.3\%$	$\frac{১২০০০}{১৬০০০০} \times ১০০ = 7.5\%$

কবির ট্রেডার্স এর অবস্থা মিজান ট্রেডার্স-এর চেয়ে ভালো। কবির ট্রেডার্স-এর মুনাফা অর্জন এবং দায় পরিশোধের ক্ষমতা মিজান ট্রেডার্স-এর থেকে ভালো।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	চলতি অনুপাত ও তারল্য অনুপাতের আদর্শ মান লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত হিসাববিবরণীসমূহ হতে সঠিক ধারণা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন হিসাবখাতসমূহের মধ্যে তুলনা করতে হবে।
- একটি প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় দেনা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত চলতি সম্পদ আছে কিনা তা চলতি অনুপাতের মাধ্যমে জানা যায়।
- প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা পর্যাপ্ত কিনা তা বিক্রয় এবং বিনিয়োজিত মূলধনের সাথে নীট লাভের শতকরা হারে প্রকাশ করে বুঝা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মুনাফা অর্জন ক্ষমতা সংক্রান্ড় অনুপাতের মাধ্যমে নিচের কোনটি জানা যায়?
   ক. দীর্ঘমেয়াদী দায় পরিশোধ ক্ষমতা খ. লাভ অর্জন ক্ষমতা
   গ. চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা ঘ. সম্পদ ব্যবহারের ক্ষমতা

২. তারল্যতা অনুপাতের মাধ্যমে নিচের কোনটি জানা যায়?
   ক. দীর্ঘমেয়াদী স্বচ্ছলতা খ. মুনাফা অর্জন ক্ষমতা
   গ. স্বল্প মেয়াদী দায়-দেনা পরিশোধ ক্ষমতা ঘ. নীট লাভ অর্জন ক্ষমতা

৩. অনুপাত হলো–
   ক. দুটি আর্থিক চলকের গুণফল খ. দুইটি আর্থিক চলকের যোগফল
   গ. দুইটি আর্থিক চলকের বিয়োগফল ঘ. দুইটি আর্থিক চলকের সম্পর্ক

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রীতা এন্ড ব্রাদার্স এর ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ :

রীতা এন্ড ব্রাদার্স
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৩

হিসাববের নাম	টাকা	
	ডেবিট	ক্রেডিট
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১০,০০০	
পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়	১,০০,০০০	১,৫০,০০০
মজুরি	৯,০০০	
পণ্য ফেরত	৫,০০০	৪,০০০
ক্রয় পরিবহন	১,৮০০	
বিক্রয় পরিবহন	১,০০০	
বেতন	১৫,০০০	
বীমা প্রিমিয়াম	৪,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	৩,৫০০	
কমিশন প্রাপ্তি		২,৩০০
অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০	
মূলধন		৯৫,০০০
উত্তোলন	১৬,৫০০	
দেনাদার ও পাওনাদার	৩০,০০০	২১,০০০
হাতে নগদ	২৪,৪০০	
যন্ত্রপাতি	৫০,০০০	
বাট্টা	৮০০	২০০
	২,৭২,৫০০	২,৭২,৫০০

সমন্বয় সমূহ :

১. সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে ২৫,০০০ টাকা।
২. মজুরী বকেয়া ৩,০০০ টাকা এবং বেতন বকেয়া রয়েছে ২,০০০ টাকা।
৩. যন্ত্রপাতির অবচয় ধরতে হবে ৫%।

ক. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করুণ।

খ. মোট মুনাফা ৫০,০০০ টাকা হলে নীট মুনাফা কত?

গ. রীতা এন্ড ব্রাদার্স এর মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণী প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

নেত্রকোণা ট্রেডার্স এর বিভিন্ন লেনদেনের আলোকে নিম্নের রেওয়ামিলটি তৈরি করা হয়েছে।

নেত্রকোণা ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৩

হিসাববের নাম	টাকা	
	ডেবিট	ক্রেডিট
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২০,০০০	
পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়	৪,৫০,০০০	৭,৩৫,০০০
মজুরি	১০,০০০	
আন্ড্রপরিবহন	২৫,০০০	
জাহাজ ভাড়া	১৩,০০০	
আমদানী শুল্ক	৮,০০০	
রপ্তানী শুল্ক	৬,০০০	
বেতন	৩৬,০০০	
বিজ্ঞাপন	১২,০০০	
ফেরত	১০,০০০	১৫,০০০
কমিশন	৫,০০০	৭,০০০
শিক্ষানবীশ সেলামী		৩,৫০০
অনাদায়ী পাওনা	২,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		১,৫০০
বিবিধ দেনাদার ও পাওনাদার	৪০,০০০	৩০,০০০
১০% ঋণ (১-১-২০১২)		৩৫,০০০
স্থায়ী সম্পদ	২,০০,০০০	
মূলধন		৬০,০০০
ব্যাংক জমা	৫০,০০০	
	৮,৮৭,০০০	৮,৮৭,০০০

সমন্বয়সমূহ :

১. সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা।
২. মজুরী বকেয়া রয়েছে ২,৫০০ টাকা।
৩. বিজ্ঞাপনের অর্ধেক বিলম্বিত করতে হবে।
৪. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ৪% অবচয় ধরতে হবে।
   ক. ঋণের বকেয়া সুদের পরিমাণ কত?
   খ. নেত্রকোণা ট্রেডার্স এর নীট লাভ/নীট ক্ষতি নির্ণয় করুণ।
   গ. মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণী প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

পূর্বধলা এন্টারপ্রাইজের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সালের রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ ছিল :

পূর্বধলা এন্টারপ্রাইজ
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৩

হিসাববের নাম	টাকা	
	ডেবিট	ক্রেডিট
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১০,০০০	
পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়	৪৫,০০০	১,০০,০০০
মজুরি	১,০০০	
বেতন	৫,০০০	
ফেরত	২,০০০	১,০০০
বীমা প্রিমিয়াম	৮০০	
ক্রয় পরিবহন	২,২০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	৩,০০০	
বাট্টা	১,৫০০	
শিক্ষানবীশ ভাতা ও সেলামি	৩,৫০০	২,০০০
বিবিধ দেনাদার ও পাওনাদার	২৬,০০০	৭,০০০
ব্যাংক জমা	৩০,০০০	২০,০০০
	১,৩০,০০০	১,৩০,০০০

সমন্বয়সমূহ

১. সমাপনী মজুদ পণ্য ১০,০০০ টাকা।
২. বিক্রয় হিসাবভূক্ত হয়নি ৫,০০০ টাকা।
৩. মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
৪. বিজ্ঞাপন খরচ ৫ বছরের জন্য প্রদান করা হয়েছে।
   ক. অপরিচালন আয়ের পরিমাণ কত?
   খ. পূর্বধলা এন্টারপ্রাইজের মোট লাভের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।
   গ. বছর শেষে নীট মুনাফার পরিমাণ বের করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হাছিনা এন্ড সন্স এর কারবারের রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলো।

হাছিনা এন্ড সন্স-এর
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৩

বিবরণ	টাকা	
	ডেবিট	ক্রেডিট
কলকব্জা	৮,০০০	
আসবাবপত্র	৪,০০০	
মজুদ পণ্য (১-১-২০১৩)	৫,৫০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৩৫,০০০	৫২,০০০
বিবিধ দেনাদার ও বিবিধ পাওনাদার	১২,০০০	৭,০০০
ফেরত	১,০০০	১,৫০০
ভাড়া	৩০০	
বীমা	২৩০	
বাট্টা	২০০	৩০০
অনাদায়ী দেনা	৪০০	
উত্তোলন	১,০০০	
মজুরি	৬০০	
আমদানী শুল্ক	৫০০	
বেতন	১,৪০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		৮০০
মূলধন		১৩,৫০০
রপ্তানী শুল্ক	৫৭০	
নগদ তহবিল	২,১০০	
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	২,৫০০	
অফিস সরঞ্জাম	২,৮০০	
৫% ব্যাংক ঋণ		৩,০০০
	৭৮,১০০	৭৮,১০০

সমন্বয়সমুহ :

১. ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপনী মজুদ পণ্য ৭,৪০০ টাকায় মূল্যায়ন হয়েছে।
২. ভাড়া ১০০ টাকা এবং বেতন ৬০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।
৩. ঋণের পূর্ণ বছরের সুদ বকেয়া রয়েছে।
৪. কলকব্জার উপর ১০% এবং আসবাবপত্রের উপর ৫% অবচয় ধার্য কর।
   ক. বছর শেষে কলকব্জা ও আসবাবপত্রের নীট মূল্য কত?
   খ. মোট লাভ নির্ণয় করুণ।
   গ. নীট লাভ ১৩,৬৫০ টাকা ধরে মালিকানা স্বত্ত্ব বিবরণী তৈরি করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

জনাব বাবুল এর নিম্ন প্রদত্ত রেওয়ামিলটি ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের।

জনাব বাবুল এর

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০১৩

বিবরণ	টাকা	
	ডেবিট	ক্রেডিট
উত্তোলন ও মূলধন	২,৪০০	৪২,০০০
৬% ঋণ		৫,০০০
দেনাদার ও পাওনাদার	৪৫,০০০	২৫,০০০
আসবাবপত্র	২,০০০	
দালান-কোঠা	১৬,০০০	
মজুদ (১-১-১৩)	১৫,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৬৮,৯০০	৯১,৪০০
ফেরত	১,৪০০	৯০০
মজুরি	১,২০০	
বেতন	২,৪০০	
ডাক ও তার	১,৫০০	
বীমা	৫০০	
অফিস খরচ	১,৮০০	
ভ্রমণ খরচ	৮০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		১,৫০০
নগদ তহবিল	৫,০০০	
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	১,৫০০	
বিজ্ঞাপন	৪০০	
	১,৬৫,৮০০	১,৬৫,৮০০

সমন্বয়সমূহ

১. সমাপনী মজুদ পণ্য ৮,৫০০ টাকায় মূল্যায়ন হয়েছে।
২. দেনাদারের ৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়; অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ৫% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈরি করুণ।
৩. আসবাবপত্রের উপর ১৫% অবচয় ধার্য করুণ।
৪. দালান-কোঠার উপর ১০% অবচয় ধার্য করুণ।
৫. বিজ্ঞাপন খরচ অর্ধাংশ পরবর্তী বছরের জন্য বিলম্বিত করুণ।

ক. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ বের করুণ।
খ. নীট লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করুণ।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬

মি. জাফর আহাম্মদ-এর নিম্ন প্রদত্ত রেওয়ামিলটি ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের।

বিবরণ	টাকা	
	ডেবিট	ক্রেডিট
ভূমি ও দালান-কোঠা	৪০,০০০	
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	৪৬,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩৫,০০০	
পণ্য ক্রয়	৫৭,০০০	
মজুরি	১৮,০০০	
বেতন	১৫,০০০	
বিজ্ঞাপন	২,৬০০	
বিবিধ দেনাদার	৩৩,৬০০	
বিবিধ পাওনাদার		১৪,১৪০
পণ্য বিক্রয়		১,১৬,০০০
স্থায়ী আমানতের সুদ		৮০০
কর ও অভিকর	৮৬০	
মঞ্জুরিকৃত বাট্টা	১,৬৪০	
অনাদায়ী দেনা	৭৫০	
আন্ড়ফেরত	৩,৭৬০	
মেরামত	৮১০	
ঋণের সুদ	২,৬০০	
সুনাম	২৫,০০০	
মূলধন		১,৪০,০০০
ঋণ		৩০,০০০
সঞ্চিতি হিসাব		৫০,০০০
ব্যাংকের চলতি হিসাব	২৭,০০০	
ব্যাংকের স্থায়ী আমানত	৩০,০০০	
নগদ তহবিল	১১,৩২০	
	৩,৫০,৯৪০	৩,৫০,৯৪০

সমন্বয় সমূহ :

১. ২০১৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপনী মজুদ পণ্য ৫২,৭০০ টাকা।
২. বিবিধ দেনাদার এর উপর ৫% ধরে অনাদায়ী এবং সন্দেহজনিত দেনা সঞ্চিতি তৈয়ার করতে হবে।
৩. ভূমি ও দালান-কোঠার ২% ও কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির উপর ৬% অবচয় ধরতে হবে।
৪. কর ও অভিকর ৪০ টাকা বকেয়া রয়েছে।

ক. মোট মুনাফার পরিমাণ বের করুণ।

খ. নীট লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর ণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে আফনান এন্ড কোং-এর কারবারের রেওয়ামিলের তথ্য নিচে প্রদত্ত হলো।

বিবরণ	টাকা	
	ডেবিট	ক্রেডিট
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য (১-১-২০১৩)	৩,০০০	
পণ্য ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়	২৩,০০০	৪৬,০০০
কলকব্জা	৮,০০০	
আসবাবপত্র	৩,০০০	
বাট্টা	১৫০	২৫০
কমিশন	৪০০	৫০০
বেতন	১,৫০০	
বিবিধ দেনাদার ও বিবিধ পাওনাদার	১৫,০০০	৩,০০০
ভাড়া	৪৫০	
অনাদায়ী দেনা	৩০০	
মূলধন		৪৫,০০০
বিবিধ খরচাবলি	৪০০	
ট্রেডমার্ক	৩,০০০	
নগদ তহবিল	২,১০০	
ভ্যাট চলতি হিসাব	২,০০০	
উত্তোলন	১,০০০	
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৬,০০০	
মজুরি	৪০০	
সুনাম	৫,০০০	
বাতি ও গ্যাস	৫০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		৪০০
১০% বিনিয়োগ (১-১-২০১৩)	৬,০০০	
বিনিয়োগের সুদ		৩০০
বিজ্ঞাপন	২৫০	
ইজারা সম্পত্তি (১০ বছর)	১৪,০০০	
	৯৫,৪৫০	৯৫,৪৫০

সমন্বয়সমূহ :

১. সমাপনী মজুদ পণ্য ৮,৫০০ টাকা মূল্যায়ন হয়েছে।

২. ভাড়া ৫০ টাকা এবং বেতন ২০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।
৩. অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি আরও ১০০ টাকা বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. কলকব্জার উপর ৫% এবং আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

ক. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ বের করুণ।
খ. নীট লাভ ২০,০৫০ টাকা ধরে মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৮

মামুন এন্ড সন্স-এর নিম্নলিখিত রেওয়ামিলটি ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের।

মামুন এন্ড সন্স
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সাল

বিবরণ	টাকা	
	ডেবিট	ক্রেডিট
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩০,০০০	
পণ্য ক্রয় এবং পণ্য বিক্রয়	১,৪০,০০০	৩,২০,০০০
মজুরি	৬০,০০০	
পরিবহন	১২,০০০	
বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত	৮,০০০	৬,০০০
শুল্ক	১০,০০০	
উত্তোলন ও মূলধন	২০,০০০	২,০০,০০০
বেতন	৩২,০০০	
বিবিধ দেনাদার ও বিবিধ পাওনাদার	৮০,০০০	৫০,০০০
ভাড়া	১৫,০০০	
মনিহারি	৭,৭০০	
বিজ্ঞাপন	৩,৩০০	
অনাদায়ী দেনা ও অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	৩,০০০	২,০০০
যন্ত্রপাতি	৬,০০০	
আয়কর	৫,০০০	
১০% বিনিয়োগ (১-৪-১৩)	২,৪০,০০০	
৬% ঋণ (১-১-১৩)		১,০০,০০০
নগদ তহবিল	২৫,০০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		১৯,০০০
	৬,৯৭,০০০	৬,৯৭,০০০

সমন্বয়সমূহ :

১. সমাপানী মজুদ পণ্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে ১৭,৩০০ টাকা।

২. কারবারে কু-ঋণ ২,০০০ টাকা; অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ৫% কু-ঋণ সঞ্চিতি রাখতে হবে।

৩. যন্ত্রপাতির উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

৪. অগ্রিম ভাড়া ১,০০০ টাকা।

ক. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ বের করুণ।

খ. নীট লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৯

২০১৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে মি. হুমায়ুনের ব্যবসায়ের রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হল :

মি. হুমায়ুনের

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সাল

বিবরণ	টাকা	
	ডেবিট	ক্রেডিট
দেনাদার ও পওনাদার	৩০,০০০	২৫,০০০
উত্তোলন	৮,০০০	
১০% বিনিয়োগ	২০,০০০	
অন্তর্মুখী বহন খরচ	১,৪০০	
মজুদ পণ্য (১.১.২০১৩)	২৪,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	১,২৪,০০০	১,৬৬,০৪০
মূলধন		৫০,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		৫,৮০০
বকেয়া বেতন		৬,৭১০
ক্রয় ফেরত		৪,০০০
বিক্রয় ফেরত	৬,০৪০	
মজুরি	১৮,০০০	
সাধারণ খরচাবলি	৫,০০০	
আসবাবপত্র	৮,০০০	
অনাদায়ী দেনা	৩,০০০	
বিজ্ঞাপন	১,৪৪০	
বেতন	৬,০০০	

বিবরণ	টাকা	
	ডেবিট	ক্রেডিট
জীবন বীমার প্রিমিয়াম	১,০০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		৪,২০০
নগদ তহবিল	৩,১২০	
আয়কর	২,৭৫০	
	২,৬১,৭৫০	২,৬১,৭৫০

সমন্বয়সমূহ :

১. সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য ২৯,৪০০ টাকা।

২. ২,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য বিনা মূল্যে ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৩. দেনাদারের মধ্যে ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়; অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ৫% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

৪. আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করুণ।

ক. নতুন অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি বের করুণ।

খ. নীট লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১০

দেওয়ান এন্টারপ্রাইজের ২০১২ ও ২০১৩ সালের কিছু তথ্য নিম্নে প্রদান করা হল :

	২০১২	২০১৩		২০১২	২০১৩
মোট লাভ	১৫,০০০	১৪,০০০	চলতি সম্পদ	৯,০০০	১২,০০০
নীট লাভ	৭,০০০	৬,০০০	চলতি দায়	৭,০০০	১০,০০০
নীট বিক্রয়	৮০,০০০	৯০,০০০	মজুদ পণ্য	১,৫০০	১,০০০
বিনিয়োজিত মূলধন	৪০,০০০	৬০,০০০			

ক. ২০১২ সালের বিনিয়োজিত মূলধন আয় অনুপাত নির্ণয় করুণ।

খ. ২০১২ সালের মোট লাভ অনুপাত ও নীট লাভ অনুপাত বের করুণ।

গ. ২০১৩ সালের চলতি ও তারল্য অনুপাত নির্ণয় করুণ।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.১ : ১. খ ২. ঘ ৩. খ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.২ : ১. ক ২. গ ৩. ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.৩ : ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.৪ : ১. গ ২. ক ৩. গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.৫ : ১. গ ২. ক ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.৬ : ১. খ ২. গ ৩. ঘ।